নোয়াখালীর এক ক্যাসানোভার স্মৃতিচারণ

মূল কবিঃ শাহাদাত ফাহিম

নোয়াখালীর ভাষায় মূল কবিতা

মিনার কতা মনে হড়ে
মনে হড়ে জলিরে
আঁর হরানের হরান হইক
ভুইলতান্ন আঁই কলিরে।

হাসির কতা হইড়লে মনে
ছোখের হানি হড়ি যায়
ছোখের হানি হইড়তে হইড়তে
হৃদয় খানি লড়ি যায়।

রিয়ার কতা মনে উডে
আঁধার রাইতের হরেদি
হেইকতে উজ্জা মোমজালি
রিয়ার নামে ঘরেদি।

টুনির কতা কেন্নে যে কই
টুনি আছিল আঁর হরান
আমরা দু'জন কইত্তাম হিরিত
কোনাই আছিল কার ডরান।

বীণার কতা হুইনলে কানে
বিদ্যুৎ লীযেন শক করে
কণার কতা হুইনলে আবার
বুকের মইধ্যে ধক করে।

সাথীর কতা উইডলে মনে
যানের হানি যায় লয়োয়
শিখা অনও মনের ছোখে
কলস আতে যায় কুয়ায়।

হ্যাপির কতা ব্যাকে জানে
কত্ত বালা আছিলো
বালাবাসা দিছে আঁরে
হিগার কাছে যা ছিলো।

বাংলা অনুবাদ

অনুবাদকঃ বনি আমিন

মিনার কথা মনে পড়ে
মনে পড়ে জলিকে
আমার পরানের পরান পাখী
ভুলবোনা আমি কলিকে।

হাসির কথা মনে পড়লে
চোখে জল গড়িয়ে যায়
চোখের জল পড়তে পড়তে
হৃদয় খানি মোর নড়ে যায়।

রিয়ার কথা মনে পড়ে
আঁধার রাতের পরেতে
তখন একটি মোম জ্বালাই
রিয়ার নামে মোর ঘরেতে।

টুনির কথা কিভাবে যে বলি
টুনি ছিল মোর পরান
আমরা দু'জন করতাম পিরিত
কোথায় ছিল কার ডরান (ভয়)।

বীনার কথা শুনলে কানে
বিদ্যুৎ যেন মোরে শক্ করে
কণার কথা শুনলে আবার
বুকের মাঝে ধুক্ করে।

সাথীর কথা মনে পড়লে
প্রানের জল লহু হয়ে যায়
শিখা এখনো মনের চোখে
কলস হাতে কুয়ায় যায়।

হ্যাপির কথা সবাই জানে
ভালো সে ছিল কত
ভালোবাসা দিয়েছে আমায়
তার কাছে ছিল যত।

বীথির কতা লেয়া আছে আঁর শইল্লেরই অন্তরে রিপার ছবি ভাসি উডে হাঁকে হাঁকে মন তরে।	বীথির কথা লেখা আছে মোর শরীরেরই ভেতরে রিপার ছবি ভেসে উঠে ফাঁকে ফাঁকে মনেরই ভেতরে।
মাইশা অনও হরায় সময় আঁর মোবাইলে কল করে কিন্তু হিগা, ডলি, তিনা ছ্যাঁকা দেনের দল করে।	মাইশা এখনো প্রায় সময় মোবাইলে মোরে কল করে কিন্তু সে, ডলি, তিনা [এখন] ছ্যাঁকা দেয়ার দল করে।
রাখি অনও দেইখলে আঁরে ছোখদি মারে মিসকল উজ্ঝা দুগা তিনগা তো নয় মারে হিগা বিশ কল।	রাখি এখনো দেখলে মোরে ইশারাতে মারে মিস্‌কল একটা, দুটা, তিনটাতো নয় মারে যে সে কুড়িটা কল।
রুশোর কতা চিন্তা করি লোকাল বাসে বই বই হঠাৎ করি চিল্লাই উডি রুশোরে তুই কই কই।	রুশোর কথা চিন্তা করি লোকাল বাসে বসে বসে হঠাৎ করে চেঁচিয়ে উঠি কোথায় তুই রুশোরে।
শিকার কতা কেন্নে কইতাম কইতে গেলে কাইনতে অয় হিগা আছিল লালের মতন রূফ কুমারী মাইনতে হয়।	শিখার কথা কিভাবে বলি বলতে গেলে কাঁদতে হয় সে ছিল ঠিক লাল পরী রূপকুমারী বলতে হয়।
মৌয়ের কতা কআর কইউম হিগা আঁরে ফ্র্যাম দিছে তবে হিগার বান্ধবীগা ফ্র্যামের নামে গেম দিছে।	মৌয়ের কথা কতবার বলবো সে আমাকে প্রেম দিয়েছে তবে তার বান্ধবীটা প্রেমের নামে গেম দিয়েছে।
রিমার কতা কইতান্ন আঁই লিজার কতা কইতান্ন কইতে গেলে হরান হোড়ে দুখ্‌ বিরহ সইতান্ন।	রিমার কথা বলবোনা আমি লিজার কথাও না বলতে গেলে পরান পোড়ে দুঃখ বিরহ সইবো না।

অনুবাদকের কথাঃ

নোয়াখালীর আঞ্চলিক এ কবিতাটি পাঠিয়েছেন সিডনী ওয়াটারের একজন বাংলাদেশী কর্মকর্তা জনাব হেলাল মুর্শেদী। কবিতাটি পড়ে ক্ষনিকের জন্যে হলেও অনেকে নিজেকে হয়তবা স্মৃতির অতল গহ্বরে হারিয়ে ফেলবেন। ভাববেন ফেলে আসা সেই সোনালী দিনগুলো যদি আবার ফিরে পেতাম, প্রজাপতির মত রঙীন পাখা মেলে ফুলে মুকুলে যদি এখনো উড়ে বেড়ানো যেত। কিন্তু হায়, আমার মত পঞ্চাশের কোঠায় পা রেখে, অনেকের সে ভাবনা কি আর এখন শোভা পায়? চেষ্টা করেছি ছন্দপাত না ঘটিয়ে অনুবাদ করতে কিন্তু তারপরেও পারিনি, অনুবাদক হিসেবে এটি আমার সীমাবদ্ধতা। বেঁধে দেয়া ছকে কবিতা অনুবাদ করা বড় কঠিন, যে জানে একমাত্র সে-ই বোঝে। তবুও আশাকরি নোয়াখালীর বিশ্বপ্রেমিক এই ক্যাসানোভার স্মৃতিকথা অনেককে এক-ঝটকা আনন্দ দেবে, ফিরিয়ে নেবে হারানো দিনে। ধন্যবাদ হেলাল মুর্শেদীকে এরকম একটি মজার 'লীরিক' কর্ণফুলীকে পাঠানোর জন্যে। - - - - - বনি আমিন